R.N No. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১২ই ফাল্গুন ১৪২১ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

বর্ধমানের মাঠ ভরাতে প্রশাসনের নয়া কৌশল এখানেও

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি বর্ধমানে 'মাটি তীর্থ কৃষি কথা' উৎসব উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার নেপথ্যে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। ওখানকার এম.এল.এ. সুশান্ত ঘোষ অন্য গাওনা গায়ছেন বুঝেও কোন ঝুঁকি নেয়নি মমতার তাঁবেদার প্রশাসন। সুশান্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। কোলকাতার এক ঝাঁক মন্ত্রী মমতার সঙ্গে প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় ৩০/৪০ হাজার মানুষকে জড়ো করা হয়। দৈনিক পত্রিকাগুলো এর বেশী কিছু খবর দেয়নি। দক্ষিণবঙ্গের ১২টি জেলাকে ২৫/৩০ লক্ষ টাকা করে ঐ মোচ্ছবের জন্য বরাদ্দ করে 'নবান্ন'। মুর্শিদাবাদও তাই পায়। জেলার প্রতিটি মহকুমা থেকে মহকুমা শাসক, মহকুমা কৃষি আধিকারিকদের ওপর নাকি দায়িত্ব দেয়া ছিল--তারা কম করে প্রতি ব্লকের বিডিওর সাহায্যে ১০০/১৫০ কৃষক জাতীয় লোক সভায় নিয়ে যাবার নির্দেশ আসে। তার জন্য প্রত্যেক বিডিও নাকি ২/৩টি করে বাসও ভাড়া করেন। রঘুনাথগঞ্জ থেকেও তিনটি বাস যায়। এই সব কৃষান ক্রেডিট কার্ডবিহীন সাজানো লোকেরা বরযাত্রী আদপে সভাতে যান। সকালে কেক, ফল, চিড়েভাজা, মিষ্টি দিয়ে টিফিন। দুপুরে বিরিয়ানী, মাছ ইত্যাদি, রাতে পোলাও, মুরগীর মাংস। গৌরী সেন বা সুদীপ্ত সেনের টাকা কিনা জানা যায়নি। তবে হিসেবে পাওয়া ব্লকের বিডিও, মহকুমা শাসক, কৃষি আধিকারিকরা ঐ বরযাত্রী (শেষ পাতায়)

বারে বারে লিঙ্ক ফেল দলিল রেজিষ্ট্রি হচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে সম্প্রতি অনলাইনে দলিল রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের দুর্গতি বাড়ছে নানাভাবে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী লিঙ্ক না থাকায় কোন রেজিষ্ট্রি হয়নি। একইভাবে ১৬ ফেব্রুয়ারী মানুষের ভোগান্তি চরম সীমায় চলে যায়। লিঙ্ক চালু হয় ২.৪০ মি.। রেজিষ্ট্রি শেষ হতে রাত ৮টা বেজে যায়। শীতের রাতে গ্রামের মানুষদের বাড়ী ফিরতে নাজেহাল হতে হয়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, আগে ম্যানুয়ালে রেজিষ্ট্রির ২/৩ দিনের মধ্যে দলিল পাওয়া যেত। এখন সে নিয়মও উঠে গেছে। লোককে দলিলের জন্য হাপিত্যেশ করতে হচ্ছে। এই ধরনের অব্যবস্থার প্রতিবাদে দলিল লেখক সমিতি, ল' ক্লার্ক এসোঃ কর্মবিরতিও পালন করে।

শেষ হলো জঙ্গিপুর বইমেলা-২০১৫

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৭ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী মাঠে এবারও হয়ে গেল বইমেলা। সেখানে বই এর ষ্টল ছিল ৬০টি। তার মধ্যে মুসলিম সাহিত্য প্রকাশনার ষ্টল ৭/৮টি। পুরোনো বই-এর ষ্টল ২টি বাদে বাকী সব গতানুগতিক। অন্যত্র বিক্রি না হওয়া রান্না, সেলাই, শিশু সাহিত্য, উপন্যাস ইত্যাদির। প্রতিদিন সন্ধ্যেয় কেনাকানা (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর পুরসভার কোন্ ওয়ার্ডে কাদের অধিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ২১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ নম্বর ছিল জেনারেল। সেখানে পরিবর্তন হয়নি। ২ নম্বরে এবার (মহিলা) জেনারেল। ৩ নম্বর ছিল জেনারেল। কোন পরিবর্তন নেই। ৪ নম্বর জেনারেল। ৫ নম্বর এবার (মহিলা) জেনারেল। ৬ নম্বর জেনারেল। ৭ নম্বর জেনারেল। ৮ নম্বর (মহিলা) জেনারেল। ৯ নম্বর জেনারেল। ১০ নম্বর জেনারেল। ১১ নম্বর (মহিলা) জেনারেল। ১২ নম্বর এস.সি। ১৩ নম্বর (শেষ পাতায়)

মন্ত্রীর কাছে দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য ইউনিট-২ শিক্ষাকেন্দ্র কয়েক বছর আগে চালু হয়। অভিযোগ, স্কুল যাওয়ার মাটির রাস্তাটিতে পুরসভা থেকে এ্যাসপণ্ডের ছাই বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে বাতাসে ছাই উড়ে এলাকাসহ স্কুল (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪২১

সেন্ট ভ্যালেন্টাইন

আবারও একবার পৌষ-পার্বণ এর মতোই প্রেম-পার্বণ ফিরিয়া অসিয়াছে বাঙালীর প্রায় প্রতিটি দুয়ারেই। তবে তাহা আর 'নিঃশব্দ চরণে' বিচরণ করে না বরং 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন' দিবস অন্যরূপে আগুন লাগাইতেছে সমগ্র বিশ্বে। উৎসবকে স্মরণীয় করিতে সক্রিয়তার ভূমিকায় সকল মিডিয়ায় তৎপর। বিদেশী এক নিতান্তই 'ব্যক্তিগত' উৎসবকে বাঙালী মিডিয়া 'বাজারে' তৈয়ারী করিতেছে। গহনা, ঘড়ি, পুষ্পস্তবক, বিভিন্ন ধরনের কার্ড আরোও কত শত বিচিত্র উপহারে সাজিয়া প্রেমের জোয়ারে সমগ্র ভারতবাসী উদ্বেলিত। এ দেশের প্রাচীনেরা উৎসবের আবেগ দেখিয়া স্তম্ভিত।

উৎসব যখন ভিন্ন দেশের তখন সেই দেশের মানুষ এবং তাহাদের ভাষাও ভিন্ন। আমাদের দেশের মিডিয়া 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন' দিবসে কাগুজে চিত্র থেকে দূরদর্শনের পাত্র-পাত্রীর অশালীন পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রেমের আবেগে উন্মাদনার ভাব-ভঙ্গিমা সবই আগামী প্রজন্মকে অবক্ষয়ের পথে ঠেলিয়া দিতে যথেচ্ছভাবে উৎসুক করিয়া তুলিতেছে। ভিন্ন দেশের উৎসবের বুলিকে গালিতে পরিণত করিতেছে। উৎসব কোন ভোগোলিক সীমারেখা মানে না, ধর্ম সকলের এক কিন্তু তাহাতে তথ্য প্রযুক্তির কুযুক্তি কাজ করিতে পারেনা। প্রাচীনকাল হইতে সাধারণ মধ্যবিত্তরা জানিত এই দিবসের কথা। তবে তাহাদের ধারণা ছিল এই দিবস পাখীদের জোড় বাঁধার মরসুম। বাঙালীর নিকট তাহা আসিত বসন্তের ডালি সাজাইয়া। প্রেম তখনও ছিল, এখনও আছে। চিরন্তন সেই প্রেমে গ্ল্যামার ছিল, আদর্শ ছিল। মার্জিত সেই প্রেমকে বাহাত্তুরে বার্ধক্য স্পর্শ করিতে পারিত না। উৎসবের হেরফের শুধু 'লোকাল' আর 'গ্লোবালে'। মিডিয়ার কল্যাণে আজ এই 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন' দিবসে গ্লোবালইজেশনের ফলে আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা, সমাজবন্ধন সব ধ্বংসের পথে আগাইয়া যাইতেছে। পবিত্র এক উৎসবকে মাধ্যম করিয়া চলিতেছে বিচিত্র ধাঁচে এক বাণিজ্যিক চক্রান্ত। সর্বগ্রাসী এই চক্রান্তের বলি আগামী প্রজন্ম। আমরা আগামী প্রজন্মের অভিভাবক--তাই নির্বাক।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আমি ক্রীড়নক নই

গত ১১/০২/১৫ আপনার সংবাদপত্রে প্রকাশিত "রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতিকে ক্রীড়নক করে ইলু চৌধুরী শেষ কথা" কলমের তীব্র প্রতিবাদ করছি। প্রথমত : আমি "ক্রীড়নক" নই বা ঠুঁটো জগন্নাথও নই"। তৃণমূলের ব্লক সভাপতির আগে আমি একজন শিক্ষক (বিদ্যালয় প্রধান)। কাজেই আমি আমার নিজস্ব কিছু ভাবনা রুচি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলি। কারো কথায় ওঠ-বস করিনা--সে যতবড়ই নেতা হোন। তবে সম্মানীয় ব্যক্তিকে অসম্মান করতে আমার রুচিতে বাঁধে। দ্বিতীয়তঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের অধীন ১০টি অঞ্চলে নিজে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অঞ্চল সভাপতি ঘোষণা করেছি। কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির (যারা দাবি করে সেই ৯৮ সাল থেকে দল করে আসছে) মনগড়া কথা "আমরা কমিটিতে ঠাই দিচ্ছি না।" আসলে তারাই দলটিকে বাড়তে দিচ্ছিল না। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর কমিটিতে নতুন পুরাতনের সমন্বয় ঘটিয়েছি। সত্যি কথা বলতে--আমার দায়িত্ব নেওয়ার আগে দলের সাংগঠনিক শক্তি ভীষণ দুর্বল ছিল। ৯৮ সালের পর থেকে এই প্রথম আমার নেতৃত্বে তেঘরী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন হয়ে গেল গত ০৮/০২/১৫। সেখানে ৫০০ সক্রিয় কর্মী উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ছিলেন ব্লক কার্যকরী সভাপতি মইদুল মিঞা, ইলিয়াস চৌধুরী প্রমুখ। তৃতীয়তঃ সেকন্দারা গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা আসার কোন ক্ষীণ সম্ভাবনাও নেই। গত ০৬/০২/১৫ ইলিয়াস চৌধুরীর উদ্যোগে ও আমার নেতৃত্বে প্রায় হাজার খানেক কর্মী সমর্থকের উপস্থিতিতে সি.পি.এমের তিনজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য-সংস্যা তৃণমূল কংগেসে যোগদান করেন।

মহঃ ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস ,সভাপতি,
রঘুনাথগঞ্জ-২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

যৌবনের রং

–সাধন দাস

আচ্ছা, যৌবনের কি কোনো বিশেষ রং আছে ? কোনো বিশেষ ঋতু ? আমরা সাধারণতঃ বসন্তকে বলি যৌবনের ঋতু আর পলাশরাঙা লালকে বলি যৌবনের রং ? যৌবন কি মানুষের বয়সের কোনো বিশেষ পর্যায় ? কৈশোরের সীমানা পেরোলেই কি যৌবন হাতছানি দেয় ? আর, যৌবনের দশটা কি পনেরোটা বছরই কি আলো, আনন্দ আর রঙের উৎসব ? মানুষের জীবনে আঙ্কিক নিয়মেই কি যৌবন আসে যায় ? তাহলে বাকি জীবনটা 'কী' নিয়ে বেঁচে থাকি আমরা ? যৌবনের পর কি শুধুই পাতাঝরা রিক্ত হেমন্তের দীর্ঘশ্বাস আর কুয়াশামলিন দূরের প্রান্তরে শূন্যজীবনের হাহাকার ? যৌবনটুকু ছাড়া তাহলে বাকি জীবনটা পৃথিবীর বোঝা হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী ?

আসলে গোড়াতেই আমরা যে-ভুলটা করে ফেলি, তা হল-- আমরা 'যৌবন' বলতে শরীরের যৌবনকেই 'একমাত্র' ক'রে বুঝি ! আমরা বড় বেশি

(পরের পাতায়)

প্রজন্মের ব্যবধান

শীলভদ্র সান্যাল

এই তো সেদিনের কথা।

মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি পাড়ার মুদির দোকানে জিনিষ কিনতে গেছেন, দোকানের রকে ব'সে কুড়ি পঁচিশ বছরের পাঁচ সাত জন ছেলে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, আড্ডার বিষয়, অপরের কেচ্ছা কাহিনীর বিষাক্ত উদ্গার, মুখের ভাষাও খুব যে একটা পরিশীলিত, এমন বলার জো নেই। ওদেরই মধ্যে একজন দোকানির কাছ থেকে সিগরেট কিনে নির্বিকার চিত্তে তাতে অগ্নি সংযোগ ক'রে বাতাসে ধোঁয়ার রিং ছড়াতে ছড়াতে জনৈকের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, "যাই বলিস্ মাইরি হৃতিকটা আবার দুদ্দার করে উঠবে, দেখে নিস্ ওর ডানসে শরীরের মোচরগুলো দেখেছিস্ ? উরিস্ শাহ ! ছেলেরাই ঘায়েল হ'য়ে যাবে, তো মেয়েরা কোন্ ছার !" মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিটি, যিনি স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যাপক--ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি কোনক্রমে সংগ্রহ করে পালাতে পারলে, যেন বাঁচেন। তাদের এই যে উন্নাসিকতা, পারিপার্শ্বিকতার প্রতি নির্মম ঔদাসীন্য, বয়স্কজনের প্রাপ্য সম্মান দানে উগ্র অনীহা, এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা যে কিরূপ মূর্খামি--তা একটা পাঁচ বছরের শিশুও বোঝে। তা হবে মৌচাকে ঢিল মারার সামিল ! নিজের মান সম্মান নিয়ে মানে মানে কেটে পড় বাবা ! কী দরকার পরের কাদা নিজের গায়ে ছিটিয়ে। অতএব স্পীকটি নট্। এইভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এখান-ওখান থেকে প্রতি মুহূর্তে অবাঞ্ছিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিত্য ধেয়ে আসছে আর আমরা তা নীরবে হজম করছি। প্রতি মুহূর্তে আপস করছি, পিছু হটছি, নিজের চারিদিকে অদৃশ্য দেওয়াল তুলে এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বাস করছি। স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে, জনৈক শিক্ষকের উদ্দেশ্যে ছুটে এল তীক্ষ্ণ মন্তব্য, "আই প্যানা (প্রাণতোষ), তোর বউ শিগ্‌গিরিই বিধবা হবে রে, একটা এল,আই,সি করিয়ে রাখিস।" তাঁর অপরাধ পরীক্ষার হলে ছাত্রদের টুকতে দেননি। এমন কি, টুকতে বাধা দেওয়ার জন্য ছুরিকাহত হয়ে মারা গেছেন, এমন ঘটনাও বিরল নয়। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ, আমি এখানে শুধু শিষ্টাচার ও ভদ্রতাবোধের কথা টুকুই বলতে চাচ্ছি। সমাজের দ্রুত পট বদলের সঙ্গে সঙ্গে এ সব কি আজ লুপ্ত হবার পথে ? অথচ আজ থেকে তিরিশ বছর, কুড়ি বছর, এমন কি দশ বছর আগেও সমাজের চেহারাটা এরকম ছিলনা। পথচলতি ভিড়াক্রান্ত বাসে কোন অশক্ত বৃদ্ধ অথবা ক্রন্দনরত শিশুকোলে বিপন্ন মহিলাকে দেখে সমর্থ যুবককে অবলীলায় জায়গা ছেড়ে দিতে দেখেছি, দূরে কোন পরিচিত বয়স্ককে আসতে দেখে গলির মোড়ে জটলা করা ছেলে ছোকরাদের গলার স্বর ক্রমশই নিচুখাদে নেমে এসেছে, আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট থাকলে তা হাতের তালুর নিরাপদ আড়াল খুঁজেছে। এখন এ সব কিছুর কোন বালাই নেই। যৌবনের সর্বগ্রাসী মত্ত অহমিকায় আজকের বিভ্রান্ত তরুণদল আচ্ছন্ন ! তারই উগ্র প্রকাশ ঘটিয়ে বুঝি এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করে তারা ! যেন অপরকে অসম্মান করাটাই এক মস্ত বড় বাহাদুরি। আমরা বুদ্ধিমানের মত এদের সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে যাই আর নিজের চারিদিকে গড়ে তোলা একটা ছোট্ট পৃথিবীতে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়ে পড়ি। প্রথম প্রথম জ্বালা

(৩ পাতায়)

প্রজন্মের ব্যবধান .....(২ পাতার পর)

ধরে বটে, তারপর অভ্যস্ত হ'তে হ'তে সেই জ্বালার তীক্ষ্ণতাও ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসে ! মনকে প্রবোধ দি, এটাই চল্, এটাই রীতি ! মেনে নাও, সহ্য করো ! টিঁকে থাকার আদিম রণনীতি হল অ্যাডজাস্টমেন্ট। আমরা সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেছি। প্রতিদিনই অভব্যতা ও শিষ্টাচারহীনতার দৃশ্যগুলি দেখেও না দেখার ভান করি কিংবা এক আশ্চর্য সহদশীলতার বিবরে নিজেদের গুটিয়ে রাখি। ব্যতিক্রম যে একেবারে ঘটেনা, এমন নয়, কিন্তু প্রতিবাদ করলে অশালীন কটু মন্তব্য, লাঞ্ছনা, এমনকি প্রহার পর্যন্ত। এ সব আমরা হামেশাই খবরের কাগজে দেখতে পাই। প্রজন্মের বিপুল ব্যবধান ঘটে গেছে, সামাজিক জীবনের ব্যবহারে, রুচিতে, সংস্কৃতিতে। কিন্তু এ সব নিয়ে আমরা কি কিছু ভাবি ? মুখ ফুটে কিছু বলি ? অজস্র চোরাপথে তারুণ্যের এহেন অপব্যয় আমাদের চেতনায় কোন আঘাত করে ? হয়তো করে, হয়তো করেনা। কিন্তু এটা দিনের আলোর মত সত্য, আমরা যারা বিগত প্রজন্মের একটা নিদিষ্ট ধ্যান ধারণার পরিকাঠামোয় অভ্যস্ত, তারা কোথাও না কোথাও, কোন না কোন ভাবে এই সব অশিষ্টাচারের শিকার হচ্ছি। সেদিন স্টেশনের প্লাটফর্মে এক নব্য যুবা, হঠাৎ ধুমপানের নেশা প্রবল হয়ে ওঠায় এক সত্তরোত্তীর্ণ বৃদ্ধকে লক্ষ্য ক'রে বলল 'দাদু ম্যাচেস্ হবে ?' ঊর্ধ্ব-ভুরু দাদু তো প্রথমে কিঞ্চিৎ

(শেষ পাতায়)

যৌবনের রং .....(২ পাতার পর)

'শরীর' নিয়ে বাঁচি। ত্বক কুঞ্চিত হলে, কপালে বলিরেখা পড়লে, চুলে পাক ধরলে আমরা ধরে নিই 'যৌবন' আমাদের ছেড়ে গেছে, আনন্দের দিনও অবসিত, রং ফিকে হয়ে আসছে জীবনের। ক্লান্ত চোখের তারায় তখন ধূসর গোধুলির ছায়া। একটা মন-খারাপের বেদনা আমাদের চেতনার আকাশকে মেদুর মেঘের মতো আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। আমাদের মনের কথা আঁচ ক'রেই হয়তো জীবনানন্দ লিখেছিলেন--'মানুষ মরিয়া যায়, তার আগে মরে যায় মানুষের মন।'

যৌবন সম্পর্কে আমাদের ধারণাটাই বড়ো সংকীর্ণ। যৌবন শুধুই শরীরের খিদে নয়। প্রকৃত যৌবন মানুষের 'মনে'। দেহের যৌবন ক্ষণিক, কিন্তু মনের যৌবন অনন্ত। এই বসুন্ধরা আমাদেরই জন্য থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে রূপের পসরা। ঋতু আবর্তনে তাই ফিরে ফিরে আসে উৎসবের বাসন্তী আয়োজন, আবহমান কাল জুড়ে দু'কূল ছাপিয়ে ফুলে ওঠে যৌবন-পরবিনী নদী, জীবনের বাঁকে বাঁকে আলোছায়ার কতো বিচিত্র আলপনা। মায়ের আদর, বোনের স্নেহ, লাস্যময়ী প্রিয় নারীটির গোপন সোহাগ, মাতৃসমা কন্যাটির কপট শাসন, নতুন যুগের প্রতিনিধি ছোট্ট নাতনীর সঙ্গে অভিনব সখ্য--পথের দু'পাশে এতসব আয়োজন তো আমারই জন্য !!

এ সবই যৌবনের উপকরণ ! আর এর জন্য চাই একটি মরমী মন আর সবুজ সরল দৃষ্টিভঙ্গি। মনের মধ্যে যৌবনটুকু বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে পৃথিবীর এই অকৃপণ দান গ্রহণ করবো কোন্ শক্তিতে ? মরার আগেই যদি মরে যাই আমরা, তাহলে ভুবনভরা এত আলো কোথায় রাখবো আমরা ?

তাই 'যৌবন' জীবনের কোনো বিশেষ সময় নয়, কোনো বিশেষ ঋতু বা কোনো বিশেষ রংও নয়, যৌবন হল এক বিশেষ জীবনশৈলী, আনন্দের সঙ্গে বাঁচতে জানার একটা বিরল টেকনিক !

Matter

Sealed tenders are invited from bonafied firm/concerned firm for supplying Motor spare parts and repairing of Govt. vehicles (List of spare parts and repair job will be available at M.T. section of Berhampore police Lines, Murshidabad for the year 2o15-2o16. The list of spare parts, list of repair job and a copy containing terms & condition will be had from Motor Transport Section, Berhampore police Lines during office hours. Sealed tender to be scribed, as 'TENDER FOR SUPPLYING MOTOR SPARE PARTS' and 'TENDER FOR VECHICLE REPAIR WORKS' for Govt. vehicles addressed to the undersigned should positively be submitted on or before 1o/o3/2o15 at 16.oo hrs. in the Reserve Inspector Office at Murshidabad Police Lines, Berhampore with security deposit of Rs.1o,ooo/- (ten thousand) only i.e. NSC, KVP for spare parts supplier and Rs.5,ooo/- (five thousand) only for garage owner i.e. NSC, KVP. The sealed tender will be opened at 16:oo hrs. on 1o/o3/2o15 in presence of respective/owner of the concerned firms.

TERMS AND CONDITION:

1. The Tender should be submitted to this office by 1o/o3/2o15 within 16:oo hours and will be opened on the same day after 16:oo hours in the office of undersigned at Berhampore , Murshidabad.
2. Tender should be addressed to Superintendent of Police, Murshidabad.
3. Brand name and specifications of each and every article must be mentioned in the tender.
4. All the tenderers must submit valid Pan Number, Sale Tax and Income Tax clearance certificate along with their tenders.
5. All the tenderers have to deposit Rs. 1o,ooo/- (ten thousand) for spare parts and Rs. 5,ooo/- (five thousand) for repair works as security money through NSC/KVP to be pledged in favour of the undersigned.
6. Tenders will be opened in presence of the tenderers who may like to attend.
7. The undersigned reserves the right to accept or reject the whole of part of the tender without assigning any reason.
8. List of articles can be had from Motor Transport Section, Murshidabad from during office hours.

Superintendent of Police
Murshidabad

Memo No.181 Inf. Msd. Date 2o.2.15

প্রজন্মের ব্যবধান .....(৩ পাতার পর)

হতবাক, পরে ঝাঁঝাল গলায় জবাব দিলেন,'হবে, কিন্তু তোমাকে দেবনা ?' 'কেন, দাদু ?' 'সিগারেট রাখ, দেশলাই রাখতে পার না ?' দাদুর হাজির জবাব। নব্য যুবকটি সরে গেল, আর পাশ থেকে বন্ধু মন্তব্য করল 'গুরু, দাদুকে একটা সিগারেট অফার করলেই পারতিস,তাহলেই ম্যাচেস্টা ক্যাচেস্ হ'য়ে যেত !' তার পরেই হয়তো, এক সুবেশা তরুণীকে, বান্ধবী নিশ্চয়ই, সে পথে আসতে দেখে যুবকটি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'হাই চুমকি ! তোকে যে আজ দেখাচ্ছেনা ! জাস্ট-লাইক আ ড্রিমগার্ল।' চুমকি সারা তনুবল্লরীতে যৌবনের হিল্লোল তুলে বলল, 'ইউ-সো নটি ! হেল অব-ইউ !' পথে ঘাটে এ সব দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে আমাদের ! এক নিরুপায় নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে এক বিপন্ন বিস্ময়কে রক্তের ভিতরে লালন ক'রে চলি। সময়ের পালা বদলের সাথে সাথে প্রজন্মের ব্যবধান ক্রমশই বাড়ে। একদল যৌবন জল তরঙ্গে ভেসে যায় ক্ষণিকের উন্নাসিক মোহে, আর এক দল, যারা গত প্রজন্মের, কিংবা তারও আগের তারা বিচ্ছিন্ন ভুগোলে স্বেচ্ছা-নির্বাসন-দণ্ড নিয়ে আয়ুক্ষয় করেন। আধুনিক যুগের এক বিমূঢ় কবির উক্তির সত্যতা তাদের জীবনে মর্মে উপলব্ধ হয়, 'অদ্ভুত আঁধার এক নামিয়াছে পৃথিবীতে আজ !'

বর্ধমানের মাঠ ভরাতে .....(১ পাতার পর)

দলের সঙ্গী ছিলেন। হিসেবে জঙ্গিপুর মহকুমাও পাঁচ লাখ টাকা পেয়েছিল। হাতে কি থাকলো কে জানে। তবে সভায় যোগদানকারী চাষীরাও বলতে পারলেন না তারা চাষী হিসাবে কি পাবেন। মিডিয়ায় মানুষ দেখলো মা মাটির খেলা। ভাগ্যবান কৃষকেরা বিনিময়ে একদিন ভালোমন্দ খেয়ে ঢেকুর তো তুললেন। এই টুকুই তাদের সান্ত্বনা।

জঙ্গিপুর বইমেলা .....(১ পাতার পর)

হলেও অন্যান্যবারের তুলনায় এবার তা অনেক কম বলে কয়েকজন বিক্রেতা আক্ষেপ জানান। তাঁদের বক্তব্য, আসলে বহরমপুরে ভালো বই সব বিক্রি হয়ে যায়। সেখানে জমাটি মেলায় পুরোনো বই এর ৪টি সহ মোট ৮০টি বই এর ষ্টল ছিল। প্রবেশ টিকিট মাত্র ১ টাকা। এখানে সেটা ৫ টাকা। এখানে মেলা শুরুর প্রথম দিন থেকেই সাংস্কৃতিক মঞ্চে সেই একই মুখের দাপাদাপি। অন্যদের সহযোগিতার হাত বাড়ানোর কোন সুযোগ নেই সেখানে। তবু বলতেই হয়---প্রতি বছর হচ্ছে তো। ঐ কদিন এলাকার লোকজন অন্ততঃ সন্ধ্যেটা খাওয়া দাওয়া আড্ডা আর গান বাজনা শুনে আনন্দ তো পাচ্ছে জঙ্গিপুরের একঘেয়েমিতে।

পুরসভার কোন্ ওয়ার্ডে .....(১ পাতার পর)

জেনারেল। ১৪ নম্বর (মহিলা) এস.সি। ১৫ নম্বর জেনারেল। ১৬ নম্বর (মহিলা) জেনারেল। ১৭ নম্বর এস.সি। ১৮ নম্বর জেনারেল। ১৯ নম্বর জেনারেল। ২০ নম্বর (মহিলা) জেনারেল। ২১ নম্বর জেনারেল। এরফলে নির্দিষ্ট ওয়ার্ড থেকে বাদ পড়লেন বর্তমান চেয়ারম্যান মোজাহারুল ইসলাম, মৃণাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, বিকাশ নন্দ, মনীষা রুদ্র প্রমুখ।

মন্ত্রীর কাছে দাবী .....(১ পাতার পর)

ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের অসুবিধায় ফেলেছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী রাজ্যের সংখ্যালঘু সেলের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা ঐ স্কুল পরিদর্শন করেন। তাঁর হাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি দাবী সনদ দেন। প্রধান দাবীর মধ্যে ছিল। ১. চলাচলের পথের উন্নতি। ২. প্রাচীর দিয়ে স্কুল চত্বর ঘেরা। ৩. মাধ্যমিক পর্যন্ত উন্নীত করণ ইত্যাদি। সেখান থেকে মন্ত্রী রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে এসে এক কর্মীসভায় ভাষণ দেন।

বাড়ীভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভদ্র পরিবেশে দোতলায় ২টি ঘর, কিচেন,করিডরসহ ভাড়া দেয়া হবে।
মোবাইল নম্বর :- ৮৪৩৬৩৩০৯০৭

ছিঁচকে ও কুলীন চোরের গল্প

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শেষ অংশ)

'আমার মল্লিকা বনে' গানের সুর এনে দেয়
এমন ফুলের বাগান
'কে প্রথম কাছে এসেছি'
এমন রোমান্স ফিলিং আলোর খেলা
এ সবই তার জেলে বসে চাই
আর জলের বোতলে যদি মদ পাওয়া যায় তো অতি উত্তম।

এই সব ভি.আই.পি জেলে থাকলে
সরকারের হ্যাপাও কিছু কম নয়--
এই সব ব্যবস্থা করতে গিয়ে তো জেলার সাহেবের
প্যান্ট খুলে যাবার অবস্থা
সি.বি.আই আর এ সবের কি বুঝবে
সে তো জেলে ভরেই খালাস
জেলার সাহেব মন্ত্রী মহোদয়ের ফাই-ফরমাস খাটেন
আর সি.বি.আই-এর বাপের শ্রাদ্ধ করেন।

মন্ত্রী অথচ চোর
মন্ত্রী অথচ জেলে
সাধারণ চোরেরাও অবাক--
গান গেয়ে ওঠেন ছিঁচকে চোর ঃ
'বাইরে দেখেছি অনেক কিছু
এ কী দেখলাম জেলে--
সক্কাল বেলায় দেখছি আমার
নেশাটায় তো খেলে ?!

'এই শালা দেখছি আমার চাকরীটাই খাবে'--
ভীত সন্ত্রস্ত জেলার সাহেবের করুণ উক্তি।
'বুঝতে পারিনি স্যার
সালা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল--
এই আমার মুখটাই হারামি স্যার,
কিছুতেই সালা কন্‌টোলে থাকে না' ?
ছিঁচকে চোরের গলায় আপশোসের সুর
কিছুটা ক্ষমা চাওয়ার সুর।

এ মাতলামিও নয়
এ তোতলামিও নয়
সজ্ঞানে ; সুস্থ শরীরে ; পরিস্কার বাংলা ভাষায়
চোর চোরকে বলছে---'ওই দ্যাক্ সালা চোর'
এর থেকে বড় রসিকতা আর কী হতে পারে !

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীতাতাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।